প্রথম আলো

তারিখ 29 NOV 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

১৮

এবার ধর্মঘটে অচল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তীব্র হচ্ছে পরীক্ষাজট, উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা, প্রশাসন নির্বিকার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

এবার আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের কারণে অচল হয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিদিনই পরীক্ষাজট তীব্রতর হচ্ছে। বাড়ছে শিক্ষার্থী ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা। ইতিমধ্যেই গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা প্রায় দেড় মাস পেছানো হয়েছে।

এদিকে ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার পর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছেন না। ছাত্রদল ঘোষণা দিয়েছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশেষ করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তারা ক্যাম্পাসে আসতে দেবে না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কয়েক দফা ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশের চেষ্টা করলে ছাত্রদল বাধা দেয় এবং নেতা-কর্মীদের মারধর করে। ঘটেছে গুলি ছোড়া ও বোমা বিস্ফোরণেরও ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহাবস্থানের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায় তাদের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। কর্তৃপক্ষ শুধু একের পর এক পরীক্ষা স্থগিত করছে।

ঈদ ও পূজা উপলক্ষে এক মাসের ছুটির পর গত ২৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের আগ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ৯ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলেও অবরোধের কারণে আবারও অচলাবস্থা দেখা দেয়। এরই মধ্যে ১৯ নভেম্বর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর কার্যালয়ে আসেন। পুলিশ প্রহরায় ফিরে যাওয়ার সময় তাঁরা ছাত্রদলের হামলার শিকার হন। এর পরই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকে।

কর্তৃপক্ষ এ অচলাবস্থা নিরসনে কোনো উদ্যোগ না নিয়ে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব কোর্সপদ্ধতির পরীক্ষা স্থগিত করে। গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষাও ১ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে ১২ জানুয়ারি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয় এ ভূমিকায় শিক্ষক সমিতি, অপরাপর ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষার্থীরা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষক সমিতি একাধিকবার ক্যাম্পাস সচল করার দাবি জানিয়েছে। একই দাবিতে ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোও মিছিল সমাবেশ করে।

নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, ১৯ নভেম্বরের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির প্রথম সভা ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাম্পাস সচল করার জন্য প্রক্টরকে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে বলা হয়েছে।

প্রক্টর অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমেদ বলেন, তিনি নিয়মিত ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একাধিক নেতার সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে।

তবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কর্তৃপক্ষের ওপর আস্থা নেই উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, ১৯ নভেম্বর কর্তৃপক্ষ তাঁদের ডেকে নিয়ে ছাত্রদলের সঙ্গে যোগসাজশ করে মারধর করায়। পুলিশের সামনে ছাত্রদলের ক্যাডাররা অস্ত্র বের করে গুলি করার পরও পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জাসদ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন জানান, প্রক্টর গত সোমবার তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং আলোচনায় ডাকবেন বলে জানিয়েছেন। তবে গতকাল যোগাযোগ করার কথা থাকলেও এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আর যোগাযোগ করেনি বলে সাজ্জাদ হোসেন জানান।